কাঠের ঘোড়া

কাঠের ঘোড়া

কুমারেশ ঘোষ

শতাব্দী
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১লা শ্রাবণ, ১৩৬৫

: প্রকাশক :
প্রবীরকুমার সেন
১।৩এ, পরমহংস দেব রোড
কলিকাতা-২৭

: প্রচ্ছদ :
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

: বর্ণলিপি :
গণেশ বসু

: মুদ্রক :
জয়গোবিন্দ পাল
যোগমায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১, রাজেন্দ্র দেব রোড
কলিকাতা-৭

দেবকুমার বসু

প্রীতিভাজনেষু

: লেখকের অন্য বই :

পণ্যা
ভাঙাগড়া
ভ্যাগাবণ্ডস্
সালোম
পংকিল
থেলমা
ওগো মেয়ে সাবধান
কটাক্ষ
চক্র
ম্যানিয়া
ফ্যাশন ট্রেনিং স্কুল
স্বামীপালন পদ্ধতি
ফাঁকিস্থান
বেনহুর
নতুন মিছিল
ইংরেজের দেশে

গল্প অল্পই লিখি।

বেশি না লিখলেও বেশ লিখি—এই যাঁদের ধারণা তাঁদেরই তাড়নায় এই গল্প সংকলন। অতএব নিন্দা বা প্রশংসা তাঁদেরই প্রাপ্য, আমার নয়।

গল্পগুলি শনিবারের চিঠি, বসুমতী, দেশ, বিংশ-শতাব্দী, সচিত্র ভারত, কথা-সাহিত্য, ষষ্টি-মধু প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি কবিগুরুর প্রশংসায় ধন্য।

কাঠের ঘোড়া

হরিপদ ঘোড়া তৈরি করে, হরিপদর বৌ মলিনা তাতে রং লাগায়।

কাঠের ঘোড়া।

আমকাঠ বা গেঁয়ো কাঠের তক্তা কিনে আনে হরিপদ সস্তায়। হরিপদর মেয়ে কমলি ঘোড়ার মুখের ছাঁচটা তক্তার উপর রেখে চারপাশে পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে যায় পর পর। লম্বা তক্তা ফেলে ছোট্ট টিনের ঘরের মধ্যে কাজ করা দায়। কাজেই ঘরের বাইরে সরু গলিটার পাথুরে নর্দমা ঘেঁসে কাজ ক'রে যায় মেয়েটা।

ন'দশ বছরের মেয়ে। পরণে শুধু ছিটের ইজের, কোমরের সামনে গাঁট পাকানো। খালি গা, তবে দৃষ্টিকটু নয়। মাথার একহাতি রুক্ষু চুলগুলো খালি পিঠের উপর পড়ে থাকে। তারই ফাঁকে দেখা যায় পিঠের সরু শিরদাঁড়াটা।

কমলি হাঁটুর সঙ্গে থুৎনি লাগিয়ে তক্তায় দাগ কেটে যায়। একটা পুরো ঘোড়া নিয়ে খেলবার ভাগ্য নেই, অথচ অজস্র ঘোড়ার মুণ্ডু নিয়ে তার কারবার। ভালো লাগে না; তবু দাগ কাটতেই হয়। তক্তায় দাগ না কাটলে মলিনা তার পিঠ দেগে দেবে খুন্তি পুড়িয়ে।—এমনি মা! বলে, না খাটলে গেলন আসবে কোথেকে? নবাবনন্দিনী নাকি যে, ভগমান এসে নিজের হাতে পোলোয়া, কালিয়া, ক্ষীর-সন্দেশ মুখে তুলে দেবে? কাজ কর্ মুখপুড়ি!

কাজেই কাজ করতে হয় কমলিকে। আগে কাজ করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কাজ থামিয়ে হাঁ ক'রে গলির ছেলে-মেয়েদের খেলা